উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

প্রকাশনায়: মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ ক্রোড়পত্র

জাতীয় ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৭

১০-১৫ ডিসেম্বর জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ

১০ ডিসেম্বর জাতীয় ভ্যাট দিবস

ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন

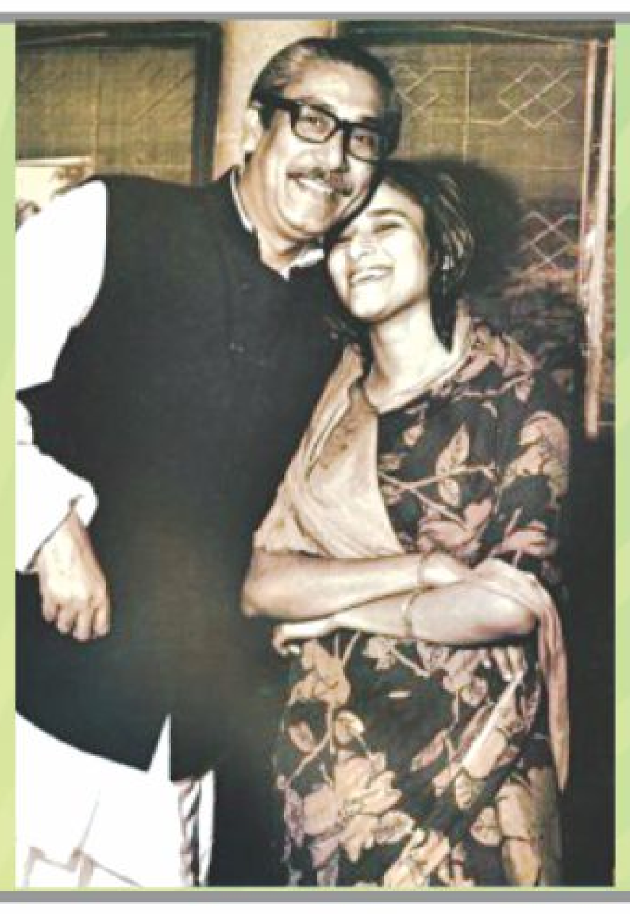

জনকল্যাণে রাজস্ব

ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন

জাতীয় ভ্যাট দিবস ২০১৭

ভ্যাট দিয়ে গড়ব দেশ, বাংলা হবে সোনার দেশ

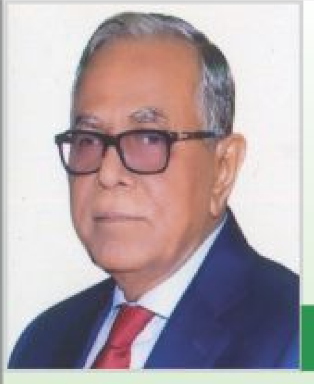

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'জাতীয় ভ্যাট দিবস-২০১৭' ও 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ-২০১৭' পালনের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে দেশের সম্মানিত করদাতাগণসহ রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

[illegible]

জাতীয় ভ্যাট দিবস ২০১৭ ও ভ্যাট সপ্তাহ ২০১৭ সফল হোক, এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

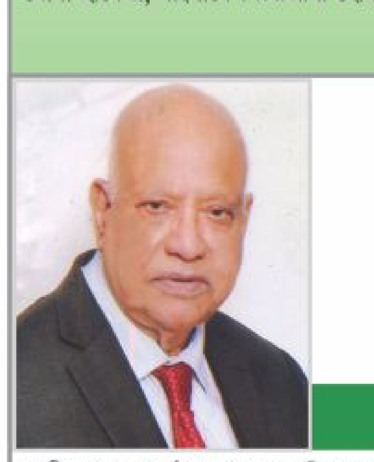

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

[illegible]

সরকারের বাজেট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আহরণের বিকল্প নেই। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও আয়কর দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের তিনটি প্রধান খাত। কর পরিশোধ পদ্ধতি সরলীকরণের মাধ্যমে জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য সরকার রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

সরকার আগামী ১লা জুলাই, ২০১৯ থেকে নতুন মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আধুনিক ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর এই আইন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে IVAS (Integrated VAT Administration System) এর কয়েকটি মডিউল ইতোমধ্যেই চালু করা হয়েছে। এ সিস্টেম পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা হলে করদাতাগণকে ঘরে বসেই তাদের নিবন্ধন, কর পরিশোধ, রিটার্ন দাখিল, ইত্যাদি কাজ নির্বিঘ্নে ও কম সময়ে করতে পারবেন। অনলাইনভিত্তিক, সহজ ও স্বচ্ছ এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে একটি হয়রানিমুক্ত, রাজস্ব-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি মনে করি VAT একটি অত্যন্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল রাজস্ব আদায়ের উৎস। দেশের আইন মেনে প্রযোজ্য ভ্যাট যথাযথভাবে জমা প্রদান করে যারা সরকারের কোষাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ বছরও সম্মাননা ও সনদ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। করদাতাগণকে ভ্যাট প্রদানে আরও উৎসাহিত করার জন্য তাঁদেরকে ভ্যাট কার্ড প্রদানেরও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

'জাতীয় ভ্যাট দিবস, ২০১৭' ও 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৭' উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

সভাপতি
অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

বর্ণিল আয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১০ ডিসেম্বর জাতীয় পর্যায়ে "ভ্যাট দিবস, ২০১৭" এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর "ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৭" উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এই দিবস এবং সপ্তাহ উপলক্ষে দেশের সম্মানিত করদাতাদের ও মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হতে ক্রমান্বয়ে উন্নত ও উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অধিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য রাজস্ব আদায় অপরিহার্য উপাদান। ইতোমধ্যে সরকার নতুন 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' প্রবর্তন করেছে। সরকার আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মূল্য সংযোজন কর, ব্যবসা বান্ধব ও কর প্রশাসন কার্যকর করেছে। রাজস্ব প্রশাসনে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ফলে ভ্যাট প্রদান সহজতর হবে এবং ভ্যাট আদায়ে অধিকতর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে, যা' রাজস্ব আদায়ে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ আয়োজনের মাধ্যমে সম্মানিত করদাতাগণ তথা সকল নাগরিক ভ্যাট আইন এবং ভ্যাট পরিশোধের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। একই সাথে ভ্যাট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সম্মানিত করদাতাগণের মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ ঘটবে এবং এতে উভয়ের সম্পর্ক আরো সৌহার্দপূর্ণ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি "জাতীয় ভ্যাট দিবস, ২০১৭" ও "জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৭"-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এমপি

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

"ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যথাযথ গুরুত্বের সাথে ১০ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' ও ১০-১৫ ডিসেম্বর ২০১৭, 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ' সারা দেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১০ সাল থেকে 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' পালন করে আসছে। এই দিবস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য হলো 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' অনুসরণ করে স্বনির্ধারণী এবং স্বেচ্ছা প্রতিপালনীয় কর ব্যবস্থা হিসেবে ভ্যাটকে সম্মানিত করদাতাদের নিকট সহজ করা, ভ্যাট প্রদানে করদাতাদের আগ্রহী করা, ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং করদাতাদের সঙ্গে ভ্যাট কর্মকর্তাগণের আস্থা স্থাপনের মাধ্যমে করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করে প্রকারান্তরে সরকারি বাজেটের আকার ও আয়তন বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি ভ্যাট আহরণে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উজ্জ্বল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁদের উপযুক্ত স্বীকৃতি দেয়া।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৭৬ নম্বর আদেশ বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা, গণতন্ত্রের মানস কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন–"আমরা স্বাবলম্বী হবো, সকলে কর দেবো"। এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'। উন্নয়নের চালিকা শক্তি হচ্ছে সমৃদ্ধ রাজস্ব ভাণ্ডার। 'রাজস্ব উন্নয়নের অক্সিজেন'। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ ৪৮ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ভ্যাট আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৯১ হাজার কোটি টাকা। সম্মানিত করদাতাগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভ্যাট কর্মকর্তাগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি।

২০২১ সালের মধ্যে জনগণকে ভ্যাটের আওতায় আনতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অফিস সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। ইলেক্ট্রনিক ভ্যাট সনাক্তকারী (ই-ভ্যাট) কার্যক্রম চালু করেছে এবং তা' ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বছর কমিশনারেটভিত্তিক নিবিড় জরীপের মাধ্যমে নতুন নতুন ভ্যাটযোগ্য প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করে তাদেরকে ভ্যাট নেটের আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করছে যা' ভ্যাট আহরণ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১'-এর সবাস্তবায়নের জন্য মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে উচ্চ আদালতে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য রিটেইনার এডভোকেট নিয়োগ করে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে মতবিনিময় সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয় জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও পেশাজীবী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে রাজস্ব ডায়ালগ ও 'পার্টনারশীপ ডায়ালগ' আয়োজন করে ভ্যাট আহরণ আরও গতিময় করতে নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতিনিয়ত কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে একটি রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুসৃত 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা কাঠামো' (Good Governance & Modern Management Framework-GG&MMF)-এর আওতায় দুর্নীতি (Corruption), হয়রানি (Harassment), অসদাচরণ (Misconduct) এবং বিশৃঙ্খলা (Indiscipline)-এর বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' (Zero Tolerance) প্রয়োগ করে 6P (Patriotism, Political Guidance, People, Partnership, Planning & Performance) নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতি প্রয়োগ করে সৎ ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা ও অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সকল শ্রেণির ব্যবসায়ীদের বিশেষ সহযোগিতা, রাজস্ব প্রদানে বিশেষ সুযোগ দানের জন্য বিজয়ের মাস ডিসেম্বরকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরিপালন মাস (Compliance Month) হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সম্মানিত করদাতা ও ভ্যাট বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পাশাপাশি 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' ও 'ভ্যাট সপ্তাহ- ২০১৭' সুন্দর, কর-বান্ধব এবং সফল হোক এ কামনা করি।

মোঃ নজিবুর রহমান

জাতীয় ভ্যাট দিবস ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নামক বৃক্ষের চারা রোপন করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় একটি দক্ষ ও গতিশীল রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ৭৬ নং আদেশের মাধ্যমে ১৯৭২ সনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই চারা রোপনকালে অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৬৬ কোটি টাকার রাজস্ব আহরণ করে। কালের পরিক্রমায় সে চারা বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে বর্ধিত হয়ে আজ বিশাল মহীরুহ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা ও সম্প্রসারণের ব্যাপ্তি বেড়েছে বহুগুণ। এই বৃক্ষ এখন ১৮৫০০৩.৬৯ (২০১৬-১৭) হাজার কোটি টাকা রাজস্ব দিচ্ছে। দারিদ্র, ক্ষুধামুক্ত একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আসন অলংকৃত করার ক্ষেত্রে এ রাজস্ব অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সম্মানিত করদাতাগণের কষ্টার্জিত রাজস্ব দেশকে "রূপকল্প-২০২১" ও "রূপকল্প-২০৪১" অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। জনগণের উত্তরোত্তর অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের কল্যাণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে গর্বিত ও আনন্দিত।

মূল প্রবন্ধ

মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে করদাতাদের অধিকতর সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস নিয়ে ১০ ডিসেম্বর দেশব্যাপী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হচ্ছে 'জাতীয় ভ্যাট দিবস'। বাণিজ্যের উদারীকরণের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব নির্ভরতা বাড়ছে। ভ্যাট বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্মানিত করদাতা ও রাজস্ব প্রশাসনের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পারস্পরিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশে করসংস্কৃতি সমৃদ্ধকরণ এ দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নতুন 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২'-এ সম্মতি প্রদান করেন। সরকার এ দিনটিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে ১০ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর 'ভ্যাট সপ্তাহ' উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সারাদেশের ১২টি ভ্যাট কমিশনারেট ও ৫টি সহায়ক দপ্তরের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) জনগণকে ভ্যাট সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এবারের শ্লোগান হচ্ছে **"ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন"**।

ভ্যাট দিবসের কর্মসূচি

• ২০১০ সাল থেকে ভ্যাট দিবস পালন করা শুরু হয়। ২০১২ সাল থেকে অনুষ্ঠানটি বৃহৎ পরিসরে উদ্‌যাপন করা শুরু হয়। • বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে ও ভ্যাট কমিশনারেটগুলো আঞ্চলিকভাবে ভ্যাট দিবস পালন করে আসছে। • ভ্যাট দিবসের অন্যতম আকর্ষণ র‍্যালি। • র‍্যালি শেষে আলোচনা অনুষ্ঠান ও ভ্যাট মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় ঢাকাস্থ ভ্যাট কমিশনারেটগুলো অংশগ্রহণ করে থাকে। • আলোচনা অনুষ্ঠানশেষে সেরা ভ্যাটদাতাদের পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। • এবারের ভ্যাট দিবসের বিশেষত্ব হচ্ছে সম্মানিত ভ্যাটদাতাদের ভ্যাট সম্মাননা কার্ড দিয়ে সম্মান জানানো। • এছাড়া, কর সংক্রান্ত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে অনবদ্য অবদানের জন্য সাংবাদিকদেরকেও প্রথমবারের মত সম্মাননা পদক দেয়া হবে।

বৈশ্বিক উন্নয়ন নীতি

• বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সুখী-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এজন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা ডিক্লারেশনে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি)-এর জন্য ২০১৫ সালে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি উন্নত সমাজ ও পরিবেশ ব্যবস্থা, যাতে পৃথিবীর সকলের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭.১ এ অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষণার সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নয়ন অর্থায়নের লক্ষ্যে আমরা অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। • মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০১৬-১৭ বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, প্রতি দশকেই আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় ১.০% হারে বেড়েছে। এর ফলে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ আজ এক উন্নয়ন বিস্ময়। প্রবৃদ্ধির এ গতিকে সুসংহত ও ত্বরান্বিত করার সময় হচ্ছে এখনই।

[illegible]

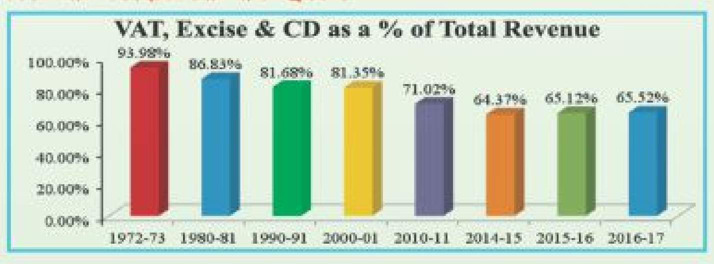

[illegible]

[illegible]

রাজস্ব বোর্ডের সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.nbr.gov.bd) রয়েছে। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ খুব সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারছেন। এছাড়া, মাঠপর্যায়ের সকল ভ্যাট কমিশনারেটেরও আলাদা ওয়েবসাইট রয়েছে। প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটে FAQ (Frequently Asked Question) রয়েছে, যার মাধ্যমে করদাতারা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারে। তাছাড়া রয়েছে সার্বক্ষণিক তথ্যসেবা প্রদানে সক্ষম একটি ফোন নম্বর, যেটা হলো ১৬৫৫৫। • **VAT Checker's Apps দিয়ে BIN (Business Identification Number) যাচাই** ঃ এখন ভ্যাট গোয়েন্দাকে তথ্য দিয়ে ভ্যাট ফাঁকি ধরিয়ে দিচ্ছে জনসাধারণ। বুয়েট ও এমআইএসটির জুবায়ের হোসেন, আসিফ হোসেন তূর্যসহ কয়েকজন মেধাবী ছাত্র মিলে VAT Checker's Apps তৈরি করে। ক্রেতা/ভোক্তারা এই Apps-এর মাধ্যমে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (BIN) যাচাই করে এটি যথাযথ নাকি ভুয়া তা' তাৎক্ষণিকভাবে ভ্যাট গোয়েন্দা ও ভ্যাট অফিসকে জানিয়ে দেয়। ফলে ফাঁকিবাজ পণ্য ও সেবা বিক্রেতাদের ভ্যাট ফাঁকিরোধ ও ফাঁকির সুযোগ কমে যায়। • **ফেসবুক পেইজ** ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ফেসবুক পেইজে বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার অংশীজনের জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া এবং অভিযোগের উপর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

• **Partnership Dialogue ও রাজস্ব সংলাপ** ঃ রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার জন্য দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যবসায়ী চেম্বার, এমসিসিআই, ডিসিসিআই ও সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ ও রাজস্ব সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণকে ভ্যাট সম্পর্কে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে।

• **ভ্যাটশিক্ষণ ফোরাম** ঃ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতার জন্য VAT Education Forum (VEF) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে জাতীয় ভ্যাট দিবস-২০১৭ উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার অংশীজন (Stakeholder) দের সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ করেছে এনবিআর। করসচেতন প্রজন্ম তৈরীর লক্ষ্যে স্নাতক ও উচ্চতর পর্যায়ে কোর্স চালুর লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এনবিআর। • **ভ্যাট ব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিক আইন প্রণয়ন** ঃ বাংলাদেশে ভ্যাট ব্যবস্থা সংস্কারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় আধুনিক আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। নতুন 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। আগামী ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে এ আইন কার্যকর হবে। অনলাইননির্ভর এ আইন চালু হলে ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্র বৃদ্ধির পাশাপাশি তথ্য সংরক্ষণেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। • **মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক পাইলট প্রোগ্রাম উদ্বোধন** ঃ গত ২৪ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী রি-রেজিস্ট্রেশন মডিউল চালুর মাধ্যমে বৃহৎ করদাতাগণকে নতুন BIN (Business Identification Number) প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৭০,০০০ প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন/রি-রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।

ভ্যাট ই-লার্নিং সিস্টেম

• এটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত এক আধুনিক পদক্ষেপ। www.nbrelearning.gov.bd এই ওয়েব ঠিকানায় ব্যবসায়ী বা যে কোন পেশাজীবী অনলাইনে ভ্যাট সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারেন এবং ভ্যাট আইনের উপর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও সনদপত্র লাভ করতে পারেন। • ব্যবসায়ী, অংশীজন ও ভ্যাট কর্মকর্তাদের নতুন ভ্যাট আইন ও বিধিমালা বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে।
• নতুন ভ্যাট আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীন দপ্তরসমূহ এবং সকল অংশীজনের মধ্যে এক সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট। • নতুন ভ্যাট আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের পূর্বশর্তরূপে ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট নিয়মিতভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম এবং প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভ্যাট ব্যবস্থাপনার অটোমেশনঃ

IVAS
will be integrated with external systems

iVAS – Integrated VAT Administration System
iTAS – Integrated Tax Administration System
iBAS – Integrated Budget & Accounting System

সক্ষমতা বৃদ্ধি

• **সম্মানিত করদাতাগণের প্রশিক্ষণ** : সম্মানিত করদাতাগণের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে। ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-১৭ সময়কালে প্রায় ১,৫০,০০০ করদাতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিস্তারের উদ্দেশ্যে সারা দেশে ব্যবসায়ী সমাজের প্রায় ৪৫০ জন প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষকরূপে গড়ে তোলা হয়েছে। • **ভ্যাট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ** : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাকে ইতোমধ্যে ভ্যাট ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চারটি দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যেগুলি হলো – (ক) নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, (খ) আইনি বিষয়ের ব্যবস্থাপনা, (গ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং (ঘ) নিবারণমূলক কার্যক্রম।

CALL CENTRE & CPC

ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট কর্তৃক সম্মানিত করদাতা ও অংশীজন সেবা নিশ্চিতকরণে একটি সার্বক্ষণিক হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে যার নম্বর ১৬৫৫৫ এবং এই হেল্পলাইনটি সম্প্রতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বহু করদাতা প্রতিনিয়ত এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করছে।

ভ্যাট প্রদানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

দাখিলপত্র প্রদান :

দাখিলপত্র করদাতার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন। দাখিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে করদাতা রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আইনি দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করে থাকেন। নিবন্ধিত করদাতার তুলনায় দাখিলপত্র প্রদানের সংখ্যা এখনও সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেনি। তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইন, কুরিয়ার ও ডাকযোগে দাখিলপত্র প্রদানের সুযোগ তৈরী করতে যাচ্ছে। আশা করা যায়, এতে সকল পর্যায়ের করদাতাদের সহযোগিতায় দাখিলপত্র প্রদানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

উৎসে কর্তন ও করণীয়

কোন উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানকে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধকালে প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করার বিধান রয়েছে। বর্তমানে উৎসে কর কর্তন রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। অবিন্যস্ত করযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে উৎসে কর্তনের বিধান করা হয়েছে। উৎসে কর্তনের যেসব দিক প্রত্যেক করদাতাদের জানা প্রয়োজন, তা নিচে উল্লেখ করা হলো –

• সরকারি প্রতিষ্ঠান, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি, ১ (এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎসে কর্তনকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

• সর্বমোট ৩৯টি সেবার বিপরীতে উৎসে কর্তনের প্রযোজ্যতা রয়েছে। তন্মধ্যে, ১১টি সেবার উপর সংকুচিত ভিত্তিমূল্য (১৫% এর নীচের হার) নির্ধারিত আছে। বাকী সেবার ক্ষেত্রে প্রমিত হার (১৫% হার) প্রযোজ্য। • উৎসে ভ্যাট কর্তন ও জমাদানে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের সমান ভূমিকা রয়েছে। • উৎসে ভ্যাট কর্তনের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে উৎসে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটের কোডে কর্তিত অর্থ জমা প্রদান করতে হবে। • জমা প্রদানের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে অর্থবছর ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক নম্বরযুক্ত 'মূসক-১২খ' ফরমে তিন কপি প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও জারি করতে হবে। • উৎসে কর্তন করার পর সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে জমা প্রদান করা না হলে কর্তনকারী ব্যক্তি, জমা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রত্যেককে সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করতে পারেন। তাছাড়া, কর্তিত অর্থ মাসিক ২% সুদসহ আদায়যোগ্য হবে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

আদালতের নির্ধারিত প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে স্বল্পতম সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বলে। এটি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক বহুপাক্ষিক পর্যালোচনামূলক পদ্ধতি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১২ সালে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিকে আইনি ভিত্তি দান করেছে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সুবিধাসমূহ-

ক) একটি বহুপাক্ষিক বিকল্প ও ঐচ্ছিক ব্যবস্থা। খ) করদাতার মামলা ত্রিশদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি এবং খরচ কম।
গ) নমনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা। ঘ) সরকারের রাজস্ব আহরণ ত্বরান্বিতকরণ। ঙ) মামলার দীর্ঘসূত্রীতা হ্রাস।

আইনের পরিপালন ব্যয়হ্রাস :

• করদাতাগণের জন্য দ্রুত, কার্যকর এবং উন্নততর সেবা নিশ্চিতকরণ। • সঠিক ও যথাযথ কর আদায় নিশ্চিতকরণ। • যে কোন অসদাচরণের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন এবং সর্বোচ্চ শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণ। • নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব আহরণে অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। • রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনার মূল চালিকাশক্তিরূপে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

করদাতা কর্তৃক আইনের স্বেচ্ছা পরিপালন :

এরূপ কর ব্যবস্থাপনা জরুরী যেখানে করদাতা কর্তৃক আইনের স্বেচ্ছা পরিপালন পুরস্কৃত করা হবে এবং আইন অমান্যকারী শাস্তির আওতায় আসবে। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান যথাযথ কর প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে ট্যাক্স কার্ড হস্তান্তর করেন। এই বছর ভ্যাট দিবসে আইনের স্বেচ্ছা প্রতিপালনকারী করদাতাগণকে ভ্যাট সম্মাননা কার্ড প্রদান করা হবে।

ভ্যাট সম্মাননা কার্ডের প্রবর্তন :

এ বছরই প্রথমবারের মত স্বেচ্ছা পরিপালনকারী ভ্যাট দাতাদেরকে ভ্যাট সম্মাননা কার্ড প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সকল ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ভ্যাট সংগ্রহ করে সরকারী কোষাগারে জমা দেন, ভ্যাট চালান দেন এবং সরকারি কোষাগারে ভ্যাটের টাকা জমা দেন এবং নিয়মিত দলিলপত্র প্রদান করেন, তাদেরকে ভ্যাট ট্রাস্টি হিসাবে সম্মান দেয়া হবে।

ব্যবসা সহায়তা সূচকে বাংলাদেশের ক্রম ১০০ এর মধ্যে উন্নীতকরণ :

ব্যবসা সহায়তা সূচক (Doing Business Index) অনুসারে ১৮৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৭তম এবং বাংলাদেশের কর প্রশাসনের অবস্থান ১৫২তম। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০২০ সালের মধ্যে এই অবস্থানকে ১০০ এর মধ্যে উন্নীতকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ ভ্যাট ব্যবস্থার সার্বিক অটোমেশন, ভ্যাট অনলাইন স্থাপন, প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামোর সংস্কার, এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এর মাধ্যমে শুল্কায়ন, ব্যবসা সহজীকরণের লক্ষ্যে আমদানি রপ্তানীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম স্থাপন, কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থার অটোমেশন, BiTax প্রজেক্টের মাধ্যমে আয়কর ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি।

ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ এবং উন্নয়নের গণতন্ত্রের মন্ত্রে সরকার উজ্জীবিত। পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে সম্পাদন করে জনগণের সরকার ইতোমধ্যেই অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও স্বাবলম্বিতার পরিচয় দিয়েছে।

দেশের হচ্ছে উন্নয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকারের কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগের কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এবং জাতীয় আয় ও বাজেটে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটেছে নিম্ন আয় থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে। সাফল্য ও স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার **'রূপকল্প-২০২১'** ও **'রূপকল্প-২০৪১'** অর্জনে বদ্ধপরিকর। • গত অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.১০ শতাংশ। এছাড়া, মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ১৬০২ মার্কিন ডলার, রিজার্ভ প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং রেমিট্যান্স ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে অর্থাৎ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে রপ্তানি খাতে আয় হয়েছে ১৬৭৯.৮১ কোটি মার্কিন ডলার, যা' গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ বেশি। পুরো ২০১৬ সালে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ৩৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্ব ব্যাংক-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যবসায় প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ব এশিয়ার রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে পাওয়ার হাউজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। • ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ৪ কোটি ২৬ লাখ ৫৩ হাজার ৯২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৬ কোটি ২১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট সংযোগসহ ৫৫টি পিটিআইতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। গত তিন বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রীড কানেকটেড) ১০২৮৯ মেগাওয়াট থেকে ১৫৩৫১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দৈনিক গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২৭০০ মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি হয়েছে এবং সাথে সাথে বিকল্প উৎস হিসেবে আমদানিকৃত তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ২০১৭-এ জাতীয় গ্রিডে ১৬০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

২০২১ ও ২০৩০ সালের SDG লক্ষ্য পূরণ করতে হলে যথাযথ রাজস্ব আহরণের বিকল্প নেই। সেজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং ২০৪১ লক্ষ্য পূরণে এখনই আমাদের করণীয় হলো :
• জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (শুল্ক, আয়কর ও ভ্যাট বিভাগের) আধুনিকায়ন • সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের সংস্কার • প্রশাসনিক সংস্কার
• অবকাঠামোগত উন্নয়ন • মানব সম্পদ উন্নয়ন।
বাংলাদেশকে সর্বোপরি ২০৫০ সালে উন্নত দেশের সারিতে দাঁড় করাতে আধুনিক রাজস্ব কাঠামো প্রতিষ্ঠা করায় এবং দেশের উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

[illegible]

সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'ভ্যাট শিক্ষণ ফোরাম' চালু করে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার ফলে রাজস্ব প্রদানে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সবাইকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'জাতীয় ভ্যাট দিবস ২০১৭' এবং 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ ২০১৭'-এর সার্বিকক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

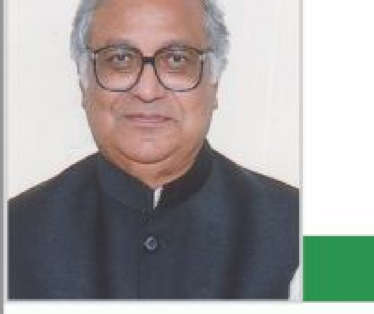

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশব্যাপী ১০ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট দিবস, ২০১৭' এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৭' উদ্‌যাপন করবে জেনে আমি আনন্দিত। এই উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিকক অভিনন্দন জানাই।

শুল্ক-কর আইন ও আইন প্রয়োগের জটিলতার দরুণ মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, আয়কর ও অন্যান্য গৌণ শুল্ক-কর পরিশোধ করতে করদাতাগণ বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হন। সরকার শুল্ক-কর আইন সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াবার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

২০১২ সালে মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ অনুমোদন করে। আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ছিল। ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের আপত্তির কারণে আইনটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

মূল্য সংযোজন করের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কর আরোপে পৌনঃপুনিকতা পরিহার এবং কর-প্রত্যার্পণ বা সমন্বয় ব্যবস্থা। মূসক বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ নিরীক্ষা আবশ্যক। এ সকল ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন।

সকল প্রকার শুল্ক-কর উৎপাদন ও বিপণন ব্যয় বাড়ায়, ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীর মুনাফা কমায়। ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীর কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অতিমাত্রায় কমে গেলে রাজস্ব প্রদানে অনীহা জন্মে, উৎপাদন ও বিপণনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ব্যবসায় ও উৎপাদন ব্যয় এবং রাজস্ব আহরণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা সফল শুল্ক-কর ব্যবস্থার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

আশা করি মূসক দিবস এবং মূসক সপ্তাহ এবং বিশেষ কর সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করবে, নিয়মসঙ্গত মূসক প্রদানে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উৎসাহী করবে।

আমি 'জাতীয় ভ্যাট দিবস, ২০১৭' ও 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৭'-এর সাফল্য কামনা করি।

ড. মসিউর রহমান

প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

শুভেচ্ছা বার্তা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ 'জাতীয় ভ্যাট দিবস' এবং ২০-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত সপ্তাহ ব্যাপী 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ ২০১৭' সারাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে দেশের সম্মানিত করদাতাগণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে অভিনন্দন জানাই।

'জাতীয় ভ্যাট দিবস' ও 'ভ্যাট সপ্তাহ' পালনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে করদাতা ও সর্বসাধারণের সরাসরি সংযোগে এক প্রীতিময় অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দেশের ভ্যাট ব্যবস্থাপনাকে গণমুখী এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে সুসংহত করতে জাতীয় ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ আয়োজনে সম্মানিত করদাতাদের মাঝে ভ্যাট পরিশোধের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ভ্যাট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরো দায়িত্বশীল হওয়ার সুযোগ পান।

সরকার আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে অধিকতর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রযুক্তি নির্ভর, আধুনিক, সহজ, ব্যবসা-বান্ধব ও স্বচ্ছ ভ্যাট ব্যবস্থা বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে 'মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' অনুমোদন করেছে যা' আগামী ২০১৯ সালে কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সম্মানিত করতাদাগণকে সার্বিক সহযোগিতা ও নিয়ম অনুযায়ী কর প্রদানের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে গড়ে তোলার স্বপ্নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমি 'জাতীয় ভ্যাট দিবস, ২০১৭' ও 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৭'-এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এম এ মান্নান এম.পি

সদস্য
(মূসক-বাস্তবায়ন ও আইটি)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অন্যান্য বছরের ন্যায় ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ "জাতীয় ভ্যাট দিবস" ও ১০-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ "জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ" দেশব্যাপী আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে ভ্যাট প্রদানে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও করদাতাগণকে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। ভ্যাট কর্মকর্তা ও ভ্যাটদাতাগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব এবং ব্যবসায় বান্ধব কর সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে ভ্যাট প্রশাসনকে ভ্যাটদাতাদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে প্রতিবছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভ্যাট দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে ব্যবসায় বান্ধব আধুনিক ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য।

আধুনিক, ব্যবসায় বান্ধব ও রাজস্ব সহায়ক ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে, যা ২০১৯ সালে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। সময় মতো যথাযথ ভ্যাট প্রদান করা সকল নাগরিকের আইনী দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্যদিকে ভ্যাটদাতাকে ভ্যাট প্রদানে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা রাজস্ব প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আইনী দায়িত্ব। 'জাতীয় ভ্যাট দিবস, ২০১৭' এবং 'জাতীয় ভ্যাট সপ্তাহ, ২০১৭' পালনের মাধ্যমে ভ্যাট সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ হবে বলে আশা করি।

'ভ্যাট দিবস' ও 'ভ্যাট সপ্তাহ' উদ্‌যাপন, আয়োজন ও তা' সাফল্যমণ্ডিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাফল্য কামনা করছি।

সুলতান মোঃ ইকবাল